গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
কৃষি মন্ত্রণালয়
বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট
পরিকল্পনা ও মূল্যায়ন
www.brri.gov.bd

স্মারক নম্বর: ১২.২২.০০০০.০৩০.০২.০০১.১৭.২৭

তারিখ: ১৪ মাঘ ১৪২৭
২৮ জানুয়ারি ২০২১

বিষয়: **২০২০-২১ অর্থবছরে বাস্তবায়িতব্য ব্রি'র এডিপিভূক্ত উন্নয়ন প্রকল্প এবং কর্মসূচিসমূহের ডিসেম্বর/২০২০ মাস পর্যন্ত অগ্রগতির পর্যালোচনা সভার কার্যবিবরণী**

সূত্র: ১২.২২.০০০০.০৩০.০২.০০১.১৭.২৩৯

১.	২০২০-২১ অর্থ বছরে বাস্তবায়িতব্য ব্রি'র উন্নয়ন প্রকল্প এবং রাজস্ব কর্মসূচিসমূহের ডিসেম্বর/২০২০ মাসের বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা সভা ২৪/০১/২০২০ তারিখে ব্রি'র ভিডিও কনফারেন্স রুমে Zoom Cloud Meeting প্লাটফর্মে অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন মহাপরিচালক ড. মোঃ শাহজাহান কবীর। সভায় পরিচালক (গবেষণা),পরিচালক (প্রশাসন ও সাধারণ পরিচর্যা), সকল প্রকল্প/ কর্মসূচি পরিচালক ও আঞ্চলিক কার্যালয় প্রধানগণ, সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় ও শাখা প্রধানগণসহ সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণ অংশগ্রহণ করেন।
২.	উপস্থাপনঃ সভাপতি মহোদয় উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভার কাজ আরম্ভ করেন। সভাপতি মহোদয়ের অনুমতিক্রমে প্রধান পরিকল্পনা কর্মকর্তা জনাব মুঃ মুনিরুল ইসলাম সভার আলোচ্যসূচি উপস্থাপন করেন।
৩.	বিগত সভার কার্যবিবরণী নিশ্চিতকরণঃ গত ১০/১২/২০২০ তারিখে অনুষ্ঠিত পর্যালোচনা সভার কার্যবিবরণী নিশ্চিতকরণের জন্য সভায় উপস্থাপন করা হয়। উক্ত কার্যবিবরণীতে সভায় উপস্থিত কর্মকর্তাদের কারো কোন দ্বিমত/মন্তব্য/সংশোধনী না থাকায় কার্যবিবরণীটি নিশ্চিত করা হয়।
৪. ৪.১	বিগত সভায় গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনাঃ ২০২০-২১ অর্থবছরে এডিপিতে অন্তর্ভূক্ত প্রত্যেকটি প্রকল্প ও কর্মসূচির অগ্রগতি মানসম্পন্নভাবে নির্দিষ্ট সময়ে শতভাগ অর্জনের জন্য মহাপরিচালক মহোদয় আবারও নির্দেশ প্রদান করেন। এ প্রেক্ষাপটে মহাপরিচালক মহোদয় প্রধান কার্যালয়ের সেন্ট্রাল ল্যাব, কেন্দ্রীয় জামে মসজিদ, অডিটরিয়াম, শ্রমিক কলোনীসহ অন্যান্য নির্মাণ কাজের অগ্রগতি সর্ম্পকে জানতে চাইলে নির্বীহী প্রকৌশলী জনাব, মোঃ হাসান আলী সভাকে জানান যে, সেন্ট্রাল ল্যাবের দরজা, জালানা, গ্রিল ও টাইলসের কাজ, কেন্দ্রীয় জামে মসজিদের দেয়ালে রং এবং মিম্বারের ছাদের কাজ, অডিটরিয়ামে মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টরের স্ক্রীন যথোপযুক্ত জায়গায় বসানো, বসার চেয়ারের ধাঁর কমানো, ওয়াশরুমে হেঞ্জার স্থাপনসহ শ্রমিক কলোনীর টাইলস ও রংয়ের কাজ এখনো বাকি। এ পর্যায়ে মহাপরিচালক মহোদয় উল্লিখিত কাজসহ অন্যান্য আনুষঙ্গিক কাজসমূহ অবশ্যই ৩১ মার্চ ২০২১ এর মধ্যে সম্পন্ন করতে প্রকল্প পরিচালক এবং নির্বীহী প্রকৌশলীকে নির্দেশ প্রদান করেন। এছাড়া সভায় মহাপরিচালক মহোদয় কুষ্টিয়া, সিরাজগঞ্জ এবং গোপালগঞ্জ আঞ্চলিক কার্যালয়ের ল্যাব কাম অফিস ভবন এবং সিঙ্গেল একোমোডেশন ভবন, ডিপ টিউবওয়েল ও থ্রেসিং ফ্লোরের অগ্রগতি সম্পর্কে জানতে চাইলে গোপালগঞ্জ ,সিরাজগঞ্জ আঞ্চলিক কার্যালয়ের প্রধান সভাকে জানান যে আঞ্চলিক কার্যালয়ে থ্রেসিং ফ্লোর এবং সিঙ্গেল একোমোডেশনের রাস্তার নির্মাণ কাজ চলছে, তবে ঠিকাদার ডিপ টিউবওয়েল স্থাপনে যে গভীরতা পর্যন্ত বোরিং করেছে সেখান থেকে আর্সেনিকযুক্ত পানি আসে এবং দরজার পাল্লার কাঠ মানসম্পন্ন না হওয়ায় ফেরত নিয়ে গেছে। এ প্রেক্ষাপটে মহাপরিচালক মহোদয় ডিপ টিউবওয়েল স্থাপনে ঠিকাদারকে কার্যাদেশ প্রদত্ত বোরিং করতে এবং প্রয়োজনে জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরের সাথে যোগাযোগ করে কত গভীরতায় বিশুদ্ধ পানি পাওয়া যায় সে অনুযায়ী ডিপ টিবওয়েল স্থাপন করার পাশাপাশি আঞ্চলিক কার্যালয়ের সকল নির্মাণ কাজ ৩১ মার্চ ২০২১ তারিখের মধ্যে শেষ করতে প্রকল্প পরিচালক এবং আঞ্চলিক কার্যালয় প্রধানগণকে নির্দেশ প্রদান করেন। মহাপরিচালক মহোদয় প্রধান কার্যালয় এবং আঞ্চলিক কার্যালয়ের সকল নির্মাণ কাজ মানসম্পন্নভাবে শেষ করার লক্ষ্যে মনিটরিং কমিটি'র কার্যক্রমকে আরো জোরদার করতে এবং প্রয়োজনে শুক্রবার ও শনিবার বিভিন্ন আঞ্চলিক কার্যালয় পরিদর্শন করার নির্দেশ প্রদান করেন।
	এছাড়া সভায় মহাপরিচালক মহোদয় বরিশাল আঞ্চলিক কার্যালয়ের চরবদনার দুই খামারের মধ্যবর্তী সংযোগ সেতুর নির্মাণ কাজ সমন্ধে জানতে চাইলে প্রকল্প পরিচালক সভাকে জানান যে ঠিকাদার স্থানীয় সমস্যার জন্য নিরবিচ্ছিন্নভাবে কাজ করতে পারছেন না। এ প্রসংঙ্গে মহাপরিচালক মহোদয় প্রকল্প পরিচালক এবং নির্বীহী প্রকৌশলীকে ঠিকাদারের সাথে কথা বলে সেতুর নির্মাণ কাজ অব্যাহত রাখার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করার নির্দেশ প্রদান করেন।পাশাপাশি হবিগঞ্জ ও ভাঙ্গা আঞ্চলিক কার্যালয় প্রধানগণকে ঠিকাদারের সাথে কথা বলে বাঁধের চলমান নির্মাণ কাজকে আরো জোরদার করার জন্য প্রকল্প পরিচালক এবং আঞ্চলিক কার্যালয় প্রধানগণকে ঠিকাদারের সাথে কথা বলে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করার নির্দেশ প্রদান করেন।স্পাইরা প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালককে অতি দ্রুত বিভিন্ন কম্পোনেন্টের মধ্যে আন্ত:খাত সমন্বয় করে প্রস্তাব মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে আবারও নির্দেশ প্রদান করেন।

৪.২	প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা মোতাবেক স্থানীয় ধানের জাতসমূহ বিশেষত দক্ষিণাঞ্চলের বালাম, লক্ষ্মীদীঘা ও অন্যান্য স্থানীয় ধানের জাত যেমন- কৃষ্ণভোগ, রাণী সেলুট, বিরই, রাধুনী পাগল, টেপি বোরো, রাতা বোরোসহ বিভিন্ন স্থানীয় জাতের গবেষণা অগ্রগতি নিয়ে সভায় আলোচনা করা হয়। পাশাপাশি সভায় গভীর পানিতে চাষাবাদ উপযোগী ধানের গবেষণা কাজের অগ্রগতি নিয়ে ড. এ এস এম মাসুদুজ্জামান, সিএসও, সভাকে জানান যে, স্থানীয় জাত গুলির সাথে ক্রসিং এর মাধ্যমে Rapid Elongating উন্নত জলি আমনের জাত উদ্ভাবনের কার্যক্রম চলমান আছে যা ১-৩ মিঃ গভীর পানিতে চাষ করা যাবে। তিনি আরও বলেন যে, Semi-Deep এলাকার উপযোগী ব্রি ধান ৯১ এর কৃষকের মাঠে স্থাপিত ট্রায়ালের ফলাফলের ভিত্তিতে জাতটির গ্রহণযোগ্যতা প্রমাণিত হয়েছে। এ জাতটির বীজ কৃষকদের নিকট হতে সংগ্রহ করে বিভিন্ন স্থানে প্রদর্শনী করা হচ্ছে। তিনি বলেন যে, জাতটির ব্রিডার বীজ সংরক্ষণ ও উৎপাদনের কার্যক্রম জোরদার করতে হবে। এছাড়া Semi-Deep ও Medium, Stagnant এলাকার উপযোগী RYT-2 এর ফলাফলের ভিত্তিতে ২টি জাত/লাইন চূড়ান্তকরণের জন্য ব্যবস্থা নেয়া হবে। এই লাইন ২টি ব্রি ধান৯১ এর চেয়ে বেশী ফলন দেবে এবং Medium Stagnant এলাকার চাষ করা যাবে। এছাড়া নওগাঁ অঞ্চলের জিরা ও কুষ্টিয়ার মিনিকেট ধান সংগ্রহ করে পিওর লাইন নির্বাচনের বিষয়টি নিয়ে সভায় আলোচনা করা হয় যা গবেষণা সংক্রান্ত পরবর্তী সভায় আরও বিস্তারিত আলোচনা করা হবে মর্মে মহাপরিচালক মহোদয় উল্লেখ করেন।
৪.৩	প্রধানমন্ত্রীর চাহিদা মোতাবেক ধান চাষের সকল পর্যায়ে কৃষি যন্ত্রপাতির শতভাগ ব্যবহারের লক্ষ্যে কৃষি যন্ত্রপাতি উদ্ভাবন ও উন্নয়নের জন্য কৃষি যন্ত্রপাতি ও ফলনোত্তর প্রযুক্তি (এফএমপিএইচটি) বিভাগের কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নের হালনাগাদ তথ্যাদি নিয়ে সভায় আলোচনা করা হয়।
৪.৪	পাহাড়ী এলাকার জুম চাষের জন্য উপযোগী/সম্ভাবনাময় স্থানীয় ধানের জাত সংগ্রহ অব্যাহত রাখতে ও তা থেকে পিওর লাইন নির্বাচন করে বীজ বর্ধনের মাধ্যমে পাহাড়ী এলাকার উৎপাদন বাড়াতে এবং নতুন জাত উদ্ভাবন করতে নির্দেশ প্রদান করেন। পাশাপাশি কসিহিকারি, হকোরিকু এবং তাকানারি নামক জাপানী জাতের বীজ বর্ধনের কাজ ধান ভিত্তিক খামার বিন্যাস বিভাগ পরিচালনা করবে এবং এ সকল জাতের সম্ভাবনা যাচাই করতে সভায় পরামর্শ প্রদান করা হয়।
৪.৫	বিভিন্ন প্রকল্প/কর্মসূচি এবং জিওবি অর্থায়নে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে, বিভিন্ন মওসুমে কৃষকের মাঠে স্থাপিত প্রদর্শনীর প্রভাব মূল্যায়নে পরিচালক (গবেষণা) এর তত্ত্বাবধানে ফলিত গবেষণা, কৃষি অর্থনীতি ও কৃষি পরিসংখ্যান বিভাগ এবং সকল আঞ্চলিক কার্যালয় প্রধানগণের সমন্বয়ে অতি দ্রুত একটি কর্মপরিকল্পনা ঠিক করে আগামি এডিপি সভায় উপস্থাপনের জন্য আবারও নির্দেশ প্রদান করেন।এ প্রসঙ্গে মহাপরিচালক মহোদয় যে সব জাতের ফলন মাঠে ভাল হচ্ছে না তার কারণ এবং কি প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিলে ভাল হবে সেই সব বিষয়সমূহ কর্মপরিকল্পনায় অন্তর্ভূক্ত করতে আবারও নির্দেশ প্রদান করেন।
৪.৬	সভায় সোনাগাজীসহ অন্যান্য আঞ্চলিক কার্যালয়ে ধান চাষের সকল পর্যায়ে কৃষি যন্ত্রপাতির শতভাগ ব্যবহারের মাধ্যমে মডেল মেকানাইজড ফার্ম হিসাবে গড়ে তোলার জন্য এফএমপিএইচটি বিভাগের প্রধান, প্রকল্প পরিচালক এবং আঞ্চলিক কার্যালয় প্রধানগণকে প্রয়োজনীয় কৃষি যন্ত্রপাতির তালিকা তৈরী করতে মহাপরিচালক মহোদয় নির্দেশ প্রদান করেন। এ পর্যায়ে প্রকল্প পরিচালক কৃষি যান্ত্রিকীকরণ মাঠ পর্যায়ে ছড়িয়ে দেওয়ার উদ্দেশ্যে প্রতিটি আঞ্চলিক কার্যালয়ের আওতায় একটি মেক্যানাইজেশন ভিলেজ এর ধারণা দেন, যেখানে প্রতিটি আঞ্চলিক কার্যালয় প্রধান স্থানীয় কৃষি সম্প্রসারণ অফিসের সহযোগিতায় একজন করে Entreprenuer বাছাই করবে এবং প্রকল্পের আওতায় সেই Entreprenuer কে প্রশিক্ষণসহ এক সেট কৃষি যন্ত্রপাতি সরবরাহ করা হবে যিনি তার এলাকায় ধান চাষের সকল পর্যায়ে কৃষি যন্ত্রপাতির শতভাগ ব্যবহারের মাধ্যমে কৃষি যান্ত্রিকীকরণ জনপ্রিয় করতে ভূমিকা রাখবেন এবং আঞ্চলিক কার্যালয় থেকে এসব কার্যক্রম মনিটরিং করা হবে বলে জানান। এ প্রেক্ষাপটে মহাপরিচালক মহোদয় মেক্যানাইজেশন ভিলেজ ধারণার উপর সন্তোষ প্রকাশ করেন এবং বাস্তবায়নের জন্য প্রকল্প পরিচালককে নির্দেশ প্রদান করেন।

৫. ২০২০-২১ অর্থ বছরে বাস্তবায়নাধীন বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্প এবং রাজস্ব কর্মসূচি ভিত্তিক গৃহীত কর্ম পরিকল্পনা ও সংগ্রহ পরিকল্পনা অনুযায়ী ডিসেম্বর/২০২০ মাসের বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনাঃ-

(ক) এডিপিভুক্ত উন্নয়ন প্রকল্পঃ

বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউটের অধীনে ২০২০-২১ অর্থ বছরের এডিপি'তে ০২টি প্রকল্প বাস্তবায়িত হচ্ছে। মোট এডিপি বরাদ্দ ৩৩০০.০০ লক্ষ টাকা। প্রকল্প ০২টি জিওবি অর্থায়নে বাস্তবায়িত হচ্ছে। ডিসেম্বর/২০২০ পর্যন্ত ব্যয় হয়েছে ৯১০.০০ লক্ষ টাকা; যা বরাদ্দের ২৭.৫৮% মাত্র। গত অর্থবছরে এডিপি বরাদ্দ ছিল ৭০৭২.০০ লক্ষ টাকা। ডিসেম্বর/১৯ পর্যন্ত ব্যয় হয়েছিল ২৮.৮৭% (২০৪২.০০ লক্ষ টাকা)। ২০২০-২০২১ অর্থবছরে ২টি প্রকল্পে মোট ১৮টি দরপত্রের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। ডিসেম্বর/২০২০ পর্যন্ত সকল দরপত্রের আহবান ও কার্যাদেশ প্রদান সম্পন্ন হয়েছে।

খ) ২০২০-২০২১ অর্থ বছরে দরপত্র অগ্রগতিঃ

প্রকল্প/কর্মসূচির নাম	দরপত্র আহবানের লক্ষ্যমাত্রা		দরপত্র আহবান (সংখ্যায়)	কার্যাদেশ প্রদান (সংখ্যায়)
	সংখ্যায়	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)		
১.উন্নয়ন প্রকল্প				
১.১ বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউটের ভৌত সুবিধাদি ও গবেষণা কার্যক্রম বৃদ্ধিকরণ প্রকল্প (২য় সংশোধিত)	৬টি	১৩৯৮.০৫	৬টি	৬টি

১.২ যান্ত্রিক পদ্ধতিতে ধান চাষাবাদের লক্ষ্যে খামার যন্ত্রপাতিগবেষণা কার্যক্রম বৃদ্ধিকরণ প্রকল্প	১২টি	৭০০.০০	১২টি	১২টি
উপমোট (প্রকল্প)	**১৮টি**	**২০৯৮.০৫**	**১৮টি**	**১৮টি**
২.উন্নয়ন কর্মসূচি				
২.১ বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট-এ একটি রাইস মিউজিয়াম স্থাপন	১টি	২৫.০০	১টি	১টি
২.২ নতুন প্রজন্মের ধান (সি ফোর-রাইস) গবেষণা শক্তিশালীকরণ কর্মসূচি	৪টি	৪৫.০০	৪টি	৪টি
২.৩ বাংলাদেশ ধান গবেষনা ইনস্টিটিউট এর কেন্দ্রীয় গবেষণা ইনস্টিটিউট এর কেন্দ্রীয় গবেষণাগারকে আন্তর্জাতিকভাবে গ্রহণযোগ্য এ্যাক্রিডিটেড গবেষণাগারে উন্নীতকরণ	৫টি	৭৩৩.২০	৫টি	৫টি
২.৪ পরিবর্তিত জলবায়ুতে ধানের প্রধান রোগবালাই (ব্লাস্ট, ব্যাকটেরিয়াজনিত পাতাপোড়া এবং টুংরো) দমন গবেষণা কার্যাক্রম জোরদারকরণ স্কিম (কর্মসূচি)	৪টি	৩৪৫.০০	৪টি	৪টি
উপমোট (কর্মসূচি)	**১৪টি**	**১১৪৮.২০**	**১৪টি**	**১৪টি**
সর্বমোট (১+২)	**৩২টি**	**৩২৪৬.২৫**	**৩২টি**	**৩২টি**

(গ) ২০২০-২০২১ অর্থবছরে বাজেট বরাদ্দ ও অগ্রগতিঃ

(লক্ষ টাকায়)

প্রকল্প/কর্মসূচির নাম	মোট বরাদ্দ (জিওবি) (পিএ)	মোট অর্থ ছাড় (%) জিওবি (%) পিএ (%) ডিসেম্বর/২০২০ পর্যন্ত)	ডিসেম্বর/২০২০ পর্যন্ত অগ্রগতি মোট ব্যয় (%) জিওবি (%) পিএ (%)	গত বছরের ডিসেম্বর/১৯ পর্যন্ত সময়ে অগ্রগতি মোট ব্যয় (%) জিওবি (%) পিএ (%)	ডিসেম্বর /২০২০ পর্যন্ত বাস্তব অগ্রগতি
১. উন্নয়ন প্রকল্প					
১.১বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউটের ভৌত সুবিধাদি ও গবেষণা কার্যক্রম বৃদ্ধিকরণ প্রকল্প (২য় সংশোধিত)	২১০০.০০ (২১০০.০০) (-)	৫৫০.০০(২৬.১৯) ৫৫০.০০(২৬.১৯) -	৫৫০.০০ (২৬.১৯) ৫৫০.০০ (২৬.১৯)	২০৪২.০০ (২৮.৮৭) ২০৪২.০০ (২৮.৮৭) -	৬০.০০%
১.২ যান্ত্রিক পদ্ধতিতে ধান চাষাবাদের লক্ষ্যে খামার যন্ত্রপাতিগবেষণা কার্যক্রম বৃদ্ধিকরণ প্রকল্প	১২০০.০০ (১২০০.০০) (-)	৬০০.০০ (৫০.০০) ৬০০.০০ (৫০.০০)	৩৬০.০০ (৩০.০০) ৩৬০.০০ (৩০.০০)	-	৪০.০০%
উপমোট = ২টি প্রকল্প	**৩৩০০.০০ (৩৩০০.০০) (-)**	**১১৫০.০০ (৩৪.৮৫) ১১৫০.০০ (৩৪.৮৫)**	**৯১০.০০ (২৭.৫৮) ৯১০.০০ (২৭.৫৮)**	**২০৪২.০০ (২৮.৮৭) ২০৪২.০০ (২৮.৮৭) -**	
২. উন্নয়ন কর্মসূচি					
২.১ বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট-এ একটি রাইস মিউজিয়াম স্থাপন (মোট বরাদ্দ- ১০০.০০ লক্ষ টাকা)	২৫.০০ (২৫.০০) -	১২.৫০ (৫০.০০)	৬.২৫(২৫.০০) -	১২.৫০ (২৫.০০) ১২.৫০ (২৫.০০)	৬০.০০%
২.২ নতুন প্রজন্মের ধানের (সি ফোর-রাইস) গবেষণা শক্তিশালীকরণ কর্মসূচি (মোট বরাদ্দ- ৫০৩.০০ লক্ষ টাকা)	৭০.০০ (৭০.০০) -	৩৫.০০ (৫০.০০)	৪.৭০ (৬.৭১) ৪.৭০ (৬.৭১) - -	৪.৫০ (১.০৪) ৪.৫০ (১.০৪) -	৭০.০০%
২.৩ বাংলাদেশ ধান গবেষনা ইনস্টিটিউট এর কেন্দ্রীয় গবেষণা ইনস্টিটিউট এর কেন্দ্রীয় গবেষণাগারকে আন্তর্জাতিকভাবে গ্রহণযোগ্য এ্যাক্রিডিটেড গবেষণাগারে উন্নীতকরণ (মোট বরাদ্দ- ৯০৬.০০লক্ষ টাকা)	৭৪১.২০ (৭৪১.২০) -	৩৭০.৬০ (৫০.০০)	৫.১৬ (০.৭০) ৫.১৬ (০.৭০) -	- - -	৪৫.০০%

২.৪ পরিবর্তিত জলবায়ুতে ধানের প্রধান রোগবালাই (ব্লাস্ট, ব্যাকটেরিয়াজনিত পাতাপোড়া এবং টুংরো) দমন গবেষণা কার্যাক্রম জোরদারকরণ (মোট বরাদ্দ- ৫৮৪.৫০ লক্ষ টাকা)	৩৫৫.০০ (৩৫৫.০০) -	১৭৭.৫০ (৫০.০০)	৩.৩১ (০.৯৩) ৩.৩১ (০.৯৩) -	- - -	৪৫.০০%
উপমোট = ৪টি কর্মসূচি (মোট বরাদ্দ- ২০৯৩.৫০ লক্ষ টাকা)	১১৯১.২০ (১১৯১.২০) (-)	৫৯৫.৬০ (৫০.০০)	১৯.৪২ (১.৬৩) ১৯.৪২ (১.৬৩) -	১২৫.৪৮ (১৫.৬৭) ১২৫.৪৮ (১৫.৬৭) -	-
৩. রাজস্ব বাজেট					
বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট	১১১৫৮.০০ ১১১৫৮.০০ (-)	৫৫৪৭.৭৫ (৪৯.৭২) ৫৫৪৭.৭৫ (৪৯.৭২)	৫৩০৬.৩৩ (৪৭.৫৬) ৫৩০৬.৩৩ (৪৭.৫৬)	৪৬৪৫.২২ (৪২.৫৫) ৪৬৪৫.২২ (৪২.৫৫) -	৫০.০০%
উপমোট	**১১১৫৮.০০** **১১১৫৮.০০** **(-)**	**৫৫৪৭.৭৫** **(৪৯.৭২)** **৫৫৪৭.৭৫** **(৪৯.৭২)**	৫৩০৬.৩৩ (৪৭.৫৬) ৫৩০৬.৩৩ (৪৭.৫৬)	৪৬৪৫.২২ (৪২.৫৫) ৪৬৪৫.২২ (৪২.৫৫) -	-
সর্বমোট (১+২+৩)	**১৫৬৪৯.২০** **১৫৬৪৯.২০** **(-)**	**৭২৯৩.৩৫** **(৪৬.৬১)** **৭২৯৩.৩৫** **(৪৬.৬১)**	**৬২৩৫.৭৫** **(৩৯.৮৫)** **৬২৩৫.৭৫** **(৩৯.৮৫)**	**৬৮১২.৭০ (৩৬.২৬)** **৬৮১২.৭০ (৩৬.২৬)** -	-

(ঘ) বিবিধ

১. নন-এডিপিভুক্ত প্রকল্পের প্রতিবেদন:

প্রকল্পের নাম: Transforming Rice Breeding Through Capacity Enhancement of BRRI (TRB-BRRI)

প্রকল্পের মেয়াদ কাল: ১ ডিসেম্বর ২০১৯ থেকে ৩০ নভেম্বর ২০২৩ (৪ বছর), প্রকল্পের মোট বরাদ্দ: ৩৩৬৪.০০ লক্ষ টাকা (তেত্রিশ কোটি চৌষট্টি লক্ষ টাকা মাত্র), ২০২০-২০২১ অর্থবছরের বরাদ্দ ৭০৫.৫৩ লক্ষ টাকা, ২০২০-২০২১ অর্থবছরের ডিসেম্বর/২০২০ পর্যন্ত ব্যয় ৩২৭.০০ লক্ষ টাকা (৪৬.৩৫%), প্রকল্পের শুরু থেকে ডিসেম্বর/২০২০ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিভূত ব্যয় ৬৭১.০১ লক্ষ টাকা (১৯.৯৫%)।

৬. সিদ্ধান্ত/সুপারিশসমূহঃ

ক্রঃ নং	সিদ্ধান্ত/সুপারিশসমূহ	বাস্তবায়নকারী কর্মকর্তাগণ
১.	১.১ ২০২০-২১ অর্থবছরে এডিপিতে অন্তর্ভূক্ত প্রত্যেকটি প্রকল্প ও কর্মসূচির অগ্রগতি মানসম্পন্নভাবে নির্দিষ্ট সময়ে শতভাগ অর্জন করতে হবে।	সকল প্রকল্প/কর্মসূচি পরিচালকগণ/ নির্বাহী প্রকৌশলী
	১.২ প্রধান কার্যালয়ের সেন্ট্রাল ল্যাবের দরজা, জালানা, গ্রিল ও টাইলসের কাজ, কেন্দ্রীয় জামে মসজিদের দেয়ালে রং এবং মিম্বারের ছাদের কাজ, অডিটরিয়ামে মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টরের স্ক্রীন যথোপযুক্ত জায়গায় বসানো, বসার চেয়ারের ধাঁর কমানো, ওয়াশরুমে হেঞ্জার স্থাপনসহ শ্রমিক কলোনীর টাইলস ও রংয়ের কাজসহ অন্যান্য আনুষঙ্গিক কাজসমূহ অবশ্যই ৩১ মার্চ ২০২১ এর মধ্যে সম্পন্ন করতে হবে এবং প্রধান কার্যালয় এবং আঞ্চলিক কার্যালয়ের সকল নির্মাণ কাজ মানসম্পন্নভাবে শেষ করার লক্ষ্যে মনিটরিং কমিটি'র কার্যক্রমকে আরো জোরদার এবং প্রয়োজনে শুক্রবার ও শনিবার বিভিন্ন আঞ্চলিক কার্যালয় পরিদর্শন করতে হবে।	প্রকল্প পরিচালক, নির্বাহী প্রকৌশলী, আঞ্চলিক কার্যালয় প্রধানগণ এবং মনিটরিং কমিটি
	১.৩ কুষ্টিয়া, সিরাজগঞ্জ এবং গোপালগঞ্জ আঞ্চলিক কার্যালয়ের ল্যাব কাম অফিস ভবন এবং সিঙ্গেল একোমোডেশন ভবন, ডিপ টিউবওয়েল ও থ্রেসিং ফ্লোরের নির্মাণ কাজ ৩১ মার্চ ২০২১ তারিখের মধ্যে শেষ করতে এবং ডিপ টিউবওয়েল স্থাপনে ঠিকাদারকে কার্যাদেশে প্রদত্ত বোরিং করতে এবং প্রয়োজনে জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরের সাথে যোগাযোগ করে কত গভীরতায় বিশুদ্ধ পানি পাওয়া যায় সে অনুযায়ী ডিপ টিবওয়েল স্থাপনের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা করতে হবে।	প্রকল্প পরিচালক, নির্বাহী প্রকৌশলী এবং সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক কার্যালয় প্রধানগণ
	১.৫ বরিশাল আঞ্চলিক কার্যালয়ের চরবদনার দুই খামারের মধ্যবর্তী সংযোগ সেতু নির্মাণে প্রকল্প পরিচালক এবং আঞ্চলিক কার্যালয় প্রধানকে ঠিকাদারের সাথে আলোচনা করে নির্ধারিত সময়ে সমাপ্তির জন্য পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।	প্রকল্প পরিচালক, নির্বাহী প্রকৌশলী এবং আঞ্চলিক কার্যালয় প্রধান

	১.৬ হবিগঞ্জ ও ভাঙ্গা আঞ্চলিক কার্যালয় প্রধানগণকে ঠিকাদারের সাথে কথা বলে বাঁধ নির্মাণ কাজের গতি সঞ্চার এবং সময়মত সমাপ্ত করতে হবে।	প্রকল্প পরিচালক,এবং আঞ্চলিক কার্যালয় প্রধানগণ
২.	২.১ প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা মোতাবেক ধানের স্থানীয় জাতসমূহ বিশেষত দক্ষিণাঞ্চলের বালাম, লক্ষ্মীদীঘা ও অন্যান্য ধানের জাত যেমন- কৃষ্ণভোগ, রাণী সেলুট, রাধুনী পাগল, বিরই, টেপি বোরো, রাতা বোরোসহ বিভিন্ন জাতের মধ্য থেকে সম্ভাবনাময় জাত পেলে পিওর লাইন নির্বাচনের মাধ্যমে অথবা স্থানীয় জাতগুলো ক্রসিং করে আরও উন্নতমানের ধানের জাত উদ্ভাবন করতে হবে এবং প্রতি মাসের গবেষণা সংক্রান্ত সভায় তার অগ্রগতি উপস্থাপন করতে হবে।	বিভাগীয় প্রধান, উদ্ভিদ প্রজনন বিভাগ এবং কৌলি সম্পদ ও বীজ বিভাগ
	২.২ গভীর পানিতে চাষাবাদ উপযোগী গোপালগঞ্জ ও বরিশাল অঞ্চলের লক্ষ্মীদীঘা, বাঁশিরাজ, সিলেট অঞ্চলের লালমোহন, হবিগঞ্জের দুধলাকি, ফুলকুড়ি, ফরিদপুরের খইয়া মটর এবং সিরাজগঞ্জের সড়সড়িয়া অন্যান্য সংগ্রহত্তোর স্থানীয় জাতসমূহ থেকে পিওর লাইন নির্বাচন করে নতুন নতুন জাত উদ্ভাবন ও তা সংরক্ষণের পাশাপাশি এসব জাতসমূহের আলোক সংবেদনশীলতা পরীক্ষা করতে হবে এবং প্রতি মাসের গবেষণা সংক্রান্ত সভায় তার অগ্রগতি উপস্থাপন করতে হবে।	বিভাগীয় প্রধান, উদ্ভিদ প্রজনন বিভাগ, ড. এ এস এম মাসুদুজ্জামান, সিএসও, উদ্ভিদ প্রজনন বিভাগ, বিভাগীয় প্রধান, কৌলি সম্পদ ও বীজ বিভাগ এবং উদ্ভিদ শারীরতত্ত্ব বিভাগ
	২.৩ কুষ্টিয়া অঞ্চল থেকে মিনিকেট জাতীয় ধান এবং নওগাঁ অঞ্চল থেকে জিরা ধান সংগ্রহ করে পিওর লাইন নির্বাচনের মাধ্যমে নতুন জাত উদ্ভাবন করতে হবে এবং প্রতি মাসের গবেষণা সংক্রান্ত সভায় তার অগ্রগতি উপস্থাপন করতে হবে।	বিভাগীয় প্রধান, উদ্ভিদ প্রজনন বিভাগ
৩.	প্রধানমন্ত্রীর চাহিদা মোতাবেক ধান চাষের সকল পর্যায়ে কৃষি যন্ত্রপাতির শতভাগ ব্যবহারের লক্ষ্যে কৃষি যন্ত্রপাতি উদ্ভাবন ও উন্নয়নের জন্য কৃষি যন্ত্রপাতি ও ফলনোত্তর প্রযুক্তি বিভাগের কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নের হালনাগাদ তথ্যাদি প্রতি মাসের এডিপি সভায় উপস্থাপন করতে হবে এবং প্রতি মাসের গবেষণা সংক্রান্ত সভায় তার অগ্রগতি উপস্থাপন করতে হবে।	বিভাগীয় প্রধান, এফএমপিএইচটি বিভাগ
৪.	৪.১ বীজ বর্ধনের মাধ্যমে পাহাড়ী এলাকার উৎপাদন বাড়াতে এবং পাহাড়ী এলাকার জুম চাষের জন্য উপযোগী/সম্ভাবনাময় স্থানীয় ধানের জাত সংগ্রহ অব্যাহত রাখতে ও তা থেকে পিওর লাইন নির্বাচন করে নতুন জাত উদ্ভাবন করতে হবে এবং প্রতি মাসের গবেষণা সংক্রান্ত সভায় তার অগ্রগতি উপস্থাপন করতে হবে।	বিভাগীয় প্রধান, কৌলি সম্পদ ও বীজ বিভাগ এবং উদ্ভিদ প্রজনন বিভাগ
	৪.২ কসিহিকারি, তাকানারি ও হকোরিকু জাতের বীজ বর্ধন কাজ ধান ভিত্তিক খামার বিন্যাস বিভাগ পরিচালনা করবে এবং এ সকল জাতের সম্ভাবনা যাচাই করতে হবে এবং প্রতি মাসের গবেষণা সংক্রান্ত সভায় তার অগ্রগতি উপস্থাপন করতে হবে।	বিভাগীয় প্রধান, ধান ভিত্তিক খামার বিন্যাস বিভাগ, কৌলি সম্পদ ও বীজ বিভাগ, উদ্ভিদ রোগতত্ত্ব বিভাগ এবং উদ্ভিদ প্রজনন বিভাগ
৫.	বিভিন্ন প্রকল্প/কর্মসূচি এবং জিওবি অর্থায়নে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে, বিভিন্ন মওসুমে কৃষকের মাঠে স্থাপিত প্রর্দশনীর প্রভাব নির্ণয় করতঃ যে সব জাতের ফলন ভাল হয়েছে এবং পরের বছর ঐ এলাকায় সেইসব জাতের সম্প্রসারণ কি হারে বৃদ্ধি পেয়েছে তা নির্ণয় করা এবং যে সব জাতের প্রদর্শনীর ফলন ভাল হয় নাই তার সীমাবদ্ধতা বের করে নতুন কর্মপরিকল্পনা ঠিক করে গবেষণা কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে।	পরিচালক (গবেষণা), ফলিত গবেষণা, কৃষি অর্থনীতি ও কৃষি পরিসংখ্যান বিভাগ
৬.	৬.১ সোনাগাজীসহ অন্যান্য আঞ্চলিক কার্যালয়ে ধান চাষের সকল পর্যায়ে কৃষি যন্ত্রপাতির শতভাগ ব্যবহারের মাধ্যমে মডেল মেকানাইজড ফার্ম হিসাবে গড়ে তোলার জন্য আঞ্চলিক কার্যালয় প্রধানগণকে প্রয়োজনীয় কৃষি যন্ত্রপাতির তালিকা তৈরী করতে হবে।	বিভাগীয় প্রধান, এফএমপিএইচটি বিভাগ, সংশ্লিষ্ট প্রকল্প পরিচালক এবং আঞ্চলিক কার্যালয় প্রধানগণ
	৬.২ প্রতিটি আঞ্চলিক কার্যালয়ের আওতায় একটি মেক্যানাইজেশন ভিলেজ গড়তে হবে এবং সেখানে ধান চাষের সকল পর্যায়ে কৃষি যন্ত্রপাতির শতভাগ ব্যবহারের মাধ্যমে কৃষি যান্ত্রিকীকরণ জনপ্রিয় করতে হবে।	

পরিশেষে, সভায় আর কোন আলোচ্য বিষয় না থাকায় সভাপতি মহোদয় সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

২৮-১-২০২১

ড. মো: শাহজাহান কবীর
মহাপরিচালক (চলতি দায়িত্ব)
ফোন: ৪৯২৭২০০৫-৯, ৪৯২৭২০৪০
ফ্যাক্স: ৪৯২৭২০০০
ইমেইল: dg@brri.gov.bd

সকল প্রকল্প/কর্মসূচি পরিচালকগণ, বিভাগীয়/আঞ্চলিক কার্যালয়/শাখা প্রধানগণ ও সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণ, ব্রি।

স্মারক নম্বর: ১২.২২.০০০০.০৩০.০২.০০১.১৭.২৭/১(৫)

তারিখ: ১৪ মাঘ ১৪২৭
২৮ জানুয়ারি ২০২১

সদয় অবগতি ও কার্যার্থে প্রেরণ করা হল:

১) পরিচালক (গবেষণা) (চলতি দায়িত্ব),ব্রি
২) পরিচালক (প্রশাসন ও সাধারণ পরিচর্যা) (চলতি দায়িত্ব),ব্রি
৩) উচ্চশিক্ষা ও গবেষণা সমন্বয়কারী (সিএএসআর), ব্রি
৪) সিস্টেম এনালিস্ট (ব্রি ওয়েবসাইটে প্রকাশের জন্য)
৫) পিএ/স্টেনোগ্রাফার, মহাপরিচালকের দপ্তর,ব্রি

২৮-১-২০২১
মুঃ মুনিরুল ইসলাম
প্রিন্সিপাল প্লানিং অফিসার